দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

বনাম

ভিরেন্ডার লাল বাহরি ও অন্যান্যরা

(২০১৬ সালের এসএলপি (সি) নং ৩৭৩৭৫)

ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৯

[আর. এফ. নরিম্যান এবং ভিনিত সারন, বিচারপতিদ্বয়]

ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার আইন, ২০১৩:

ধারা ২৪ শর্ত – শর্তাবলী ধারা ২৪(১)(খ) অথবা ধারা ২৪(২) কি নিয়ন্ত্রণ করে – স্থির করা হয়েছে: শর্তাবলী ধারা ২৪(১)(খ) নিয়ন্ত্রণ করে, ধারা ২৪(২) নয় – তবে প্রশ্নটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে উল্লেখ করে, আদালত

আদেশঃ ১) ধারা ২৪ (১) এবং (২) ন্যায্য ক্ষতিপূরণের অধিকার এবং ভূমি অধিগ্রহণের স্বচ্ছতা, পুনর্বাসন পুনর্বাসন আইন, ২০১৩ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। ধারা ২৪ (১) ক্ষতিপূরণ নিয়ে কাজ করে যেখানে ধারা ২৪ (২) নিজেই সম্পর্কিত, ধারা ২৪-এ অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধারা ২৪ (২)-এর নয়, ধারা ২৪ (১) (খ)-এর একটি শর্ত। [অনুচ্ছেদ ৯] [৪৮০-সি, ডি]

২.১)প্রথমত, ২৪ (১) ধারার আওতায় ২০১৩ সালের আইনের অধীনে বর্ধিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে, এমন ক্ষেত্রেও যেখানে বাতিলকৃত আইন, যথা ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর অধীনে ধারা ৪-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, কিন্তু যখন ২০১৩ সালের আইন কার্যকর হবে তখন যেখানে কোনও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি। ২৪ (১) (ক) ধারার পাঠ থেকে এটি স্পষ্ট হয়। ধারা ২৪ (১) (খ)-এর পরে বলা হয় যে, যেখানে বাতিলকৃত আইনের অধীনে ০১.০১.২০১৪-এর আগে কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, সেখানে ক্ষতিপূরণ এবং বাতিলকৃত আইনের অন্যান্য সমস্ত বিধান এই পুরস্কারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকবে।এর জন্য, শর্তাবলী দ্বারা একটি ব্যতিক্রম তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে এমন ক্ষেত্রেও যেখানে সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে বেশিরভাগ জমির মালিকানা সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ জমা করা হয়নি, তখন ধারা ৪ প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট সমস্ত সুবিধাভোগী ২০১৩ সালের আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। এইভাবে পড়ুন, শর্তটি ধারা এর ব্যতিক্রম।

সুতরাং পড়ুন, শর্তাবলীটি ধারা ২৪(১) (খ) এর ব্যতিক্রম, যেখানে ধারা ৪ এর বিজ্ঞপ্তিতে অনেক জমির মালিকানা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনও ক্ষতিপূরণ জমা দেওয়া হয়নি, তাই এটি স্পষ্ট করে যে, এই ধরণের সমস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা হলে, ২০১৩ সালের আইনের আরও সুবিধাজনক বিধানগুলি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সুতরাং পড়ুন, শর্তাবলী এবং আইনের ধারা ২৪(১) (খ) এর মধ্যে কোনও অসঙ্গতি বা বিদ্বেষ নেই। [অনুচ্ছেদ ১০] [৪৮০-ডি-জি]

২.২) অন্যদিকে, যদি বিধানটি ২৪ (২) ধারার বিধান হিসাবে পড়া হয়, তবে অনেক অসঙ্গতি দেখা দেয়। প্রথমত, ২৪ ধারার উপ-ধারা (২) প্রয়োগের জন্য, (i) ১৮৯৪ আইনের ১১ ধারার অধীনে পুরস্কার আইনটি শুরু হওয়ার পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে দেওয়া উচিত ছিল; এবং (ii) জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। [অনুচ্ছেদ ১১] [৪৮০-এইচ; ৪৮১-এ-সি]

৩) দ্বিতীয়ত, যদি ধারা ২৪ (২)-এর বিধান হিসাবে পড়া হয়, তবে স্বেচ্ছাচারী ফলাফল পাওয়া যাবে, যা এই বিধানটিকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলবে এবং তাই ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে বাতিল করা হবে। [অনুচ্ছেদ ১২] [৪৮৩-ডি]

৪) তৃতীয়ত, যদি বিপরীত মামলাটি নেওয়া হয় যেখানে একই ধারা ৪ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আচ্ছাদিত বিপুল সংখ্যক জমির ক্ষেত্রে একটি রায় দেওয়া হয়, এবং বেশিরভাগ জমির মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ জমা করা হয়েছে। তাহলে কি এটি বলা যেতে পারে যে এই জাতীয় ক্ষেত্রে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যাবে? অতএব, স্পষ্টতই, বেশিরভাগ জমির মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ জমা দেওয়া হয়েছে কি না তা সম্পূর্ণ স্বাধীন বিধানের অধীনে বাতিল হয় কি না তার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না, যেমন ধারা ২৪ (২)। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৪৮৩-জি, এইচ; ৪৮৪-এ]

৫) চতুর্থত, শর্তাবলীর ভাষা স্পষ্ট করে দেয় যে এটি দুটি কারণে ধারা ২৪ (২)-এ উল্লিখিত রায়কে বোঝায় না। প্রথমত, শর্তাবলীতে "একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে" অভিব্যক্তিটিকে "এই ধরনের রায় দেওয়া হয়েছে"-এর সাথে তুলনা করা যায় না। এছাড়াও, "এই আইন প্রবর্তনের পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে" "একটি রোয়েদাদ" শব্দটি শর্তাবলীতে অনুপস্থিত থাকার কারণে স্পষ্ট। যখন আইনসভা এগুলি যোগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন এই শব্দগুলি পড়া শর্তাবলীর আক্ষরিক ভাষা এবং স্পষ্ট অর্থের উপর সহিংসতা করবে।

তবে, যদি শর্তাবলীটি ধারা ২৪(১)(খ)-এর শর্তাবলী হিসাবে পড়া হয়, তাহলে এটি ধারা ১১ -এর অধীনে প্রদত্ত সমস্ত রায়ের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তা ২০১৩ সালের আইন প্রবর্তনের পাঁচ বছরের মধ্যে হোক বা তার পরে হোক।[অনুচ্ছেদ ১৪] [৪৮৪-খ, গ]

৬)২০১৩ সালের আইনটি একটি উপকারী আইন। প্রস্তাবনাটি সাধারণভাবে আইনের পাশাপাশি ধারা ২৪ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে আলোকপাত করে। জমি অধিগ্রহণ মানবিক পদ্ধতিতে করতে হবে, জমির মালিকদের ন্যূনতম ঝামেলা সহ, পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। প্রস্তাবনার আলোকে, এই আইনটিকে অবশ্যই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যা তার উদ্দেশ্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এই অনুমানের ভিত্তিতে যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব, আইন দ্বারা অর্জনের জন্য চাওয়া উপকারী উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই পছন্দসই দৃষ্টিভঙ্গি। [অনুচ্ছেদ ১৫] |৪৮৪-ডি-এফ]

৭) যাইহোক, যেহেতু ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মামলার রায় যা একই বিধানের বিভিন্ন দিককে বোঝায়, অর্থাৎ ২০১৩ সালের আইনের ২৪ নং ধারাটি পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে, তাই বর্তমান রায়টিও সেই একই বেঞ্চে পাঠানো ভাল যা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মামলার নতুন করে শুনানি করছে। [অনুচ্ছেদ ১৭] [৪৮৬-বি, সি]

ডিডিএ বনাম সুখবীর সিং (২০১৬) ১৬ এসসিসি ২৫৮-এর উপর নির্ভরশীল।

ডঃ মঞ্জুলা ক্রিপেনডর্ফ বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং আরেকজন (২০১৭) ১৫ এস. সি. সি ১৩৩: [২০১৭] ৭ এস. সি. আর ৯২৪; দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন বনাম তরুণ পাল সিং (২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ১৬১; দ্বারকা প্রসাদ বনাম দ্বারকা দাস সরাফ (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি ১২৮: [১৯৭৬] ১ এস. সি. আর ২৭৭; এস. সুন্দরম পিল্লাই বনাম ভি. আর. পট্টাবিরামন (১৯৮৫) ১ এস. সি. সি ৫৯১: [১৯৮৫] ২ এস. সি. আর ৬৪৩; বিচারপতি কে. ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম কারখানা ও বয়লারের প্রধান পরিদর্শক (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ৬৬৫: [১৯৯৬] ৬ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৯৮; ইরা (ডঃ মঞ্জুলা ক্রিপেনডর্ফের মাধ্যমে) (দিল্লির এনসিটি) এবং আরেকজন (২০১৭) ১৫ এসসিসি ১৩৩ : [২০১৭] ৭ এসসিআর ৯২৪; শ্রী বালাজি নগর আবাসিক অ্যাসোসিয়েশন বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৩৫৩: [২০১৪] ৭ এস. সি. আর ৭৯৯; দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন বনাম তরুণ পাল সিং (২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ১৬১; * ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম শৈলেন্দ্র (২০১৮) ৩ এস. সি. সি ৪১২: [২০১৮] ২ এস. সি. আর ১-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১৭] ৭ এস. সি. আর ৯২৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
(২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ১৬১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
(২০১৬) ১৬ এস. সি. সি ২৫৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
[১৯৭৬] ১ এস. সি. আর ২৭৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৮৫] ২ এস. সি. আর ৬৪৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৯৬] ৬ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৯৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১৭] ৭ এস. সি. আর ৯২৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১৪] ৭ এস. সি. আর ৭৯৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
(২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ১৬১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১৮] ২ এস. সি. আর ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ারঃ ২০১৬ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ৩৭৩৭৫।

২০১৫ সালের ডব্লিউপি (সি) নং ৬৩৫৭-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ২৩.০২.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সঙ্গে

২০১৬ সালের এস. এল. পি. (দেওয়ানী) নং ৩৭৩৭২, ২০১৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১২২৪৭, ২০১৬ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১৭৮৭, ২০১৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১০২১০, ২০১৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১০২০৭, ২০১৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৬২৩৯, ২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৪৫।

শ্রীমতি গরিমা প্রসাদ, অশ্বিনী কুমার, আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

ধরম বীর খাত্রি, মনসুর আলী, শ্রীমতি রচনা শ্রীবাস্তব, সিদ্ধার্থ বাত্রা, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেন

আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি

১) এই মামলাগুলির ব্যাচটি জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতা আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৪-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানটি ধারা ২৪ (১) (খ)-এর বিধান কিনা বা এটি ধারা ২৪ (২)-এর বিধান কিনা তার সাথে সম্পর্কিত। এই বিভ্রান্তির কারণ হল ২০১৩ সালের আইনের ধারা ২৪-এর উপ-ধারা (২)-এর বিধান স্থাপন। এটি এমন একটি মামলা যেখানে পুরানো ব্রিটিশ ডিটি মনে আসেঃ

"আমি সংসদের খসড়া প্রস্তুতকারী,
দেশের আইন নিয়ে কাজ করি,
এবং অর্ধেক মামলা মোকদ্দমার
কারণ নিঃসন্দেহে আমি!"[১]

২)দিল্লি হাইকোর্ট, ২১.০৫.২০১৫ তারিখের একটি রায়ে, অর্থাৎ, তরুণ পাল সিং বনাম লেফটেন্যান্ট গভর্নর, দিল্লির এনসিটি সরকার এবং অন্যান্য, ডাব্লিউ.পি.(সি) ৮৫৯৬/২০১৪["তরুণ পাল সিং"], রায় দিয়েছিল যে উক্ত শর্তাবলী ধারা ২৪(১)(খ) কে নিয়ন্ত্রণ করবে, ধারা ২৪(২) কে নয়। এই রায় একই হাইকোর্টের আরও বেশ কয়েকটি রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে। ডি.ডি.এ. তরুণ পাল সিং (উপরে) এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সমস্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছে। এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ, অর্থাৎ, দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন বনাম তরুণ পাল সিং, (২০১৮) ১৪ এস.সি.সি. ১৬১ ["দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন"] এর একটি রায় দ্বারা, এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এই মতামত দিয়েছে যে ধারা ২৪-এর শর্তাবলী ধারা ২৪(২) কে নিয়ন্ত্রণ করে, ধারা ২৪(১)(খ) কে নয়। এই রায়ের ফলে, নিঃসন্দেহে তরুণ পাল সিং (উপরে) মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান রায় এবং তার পরবর্তী সকল রায় বিপর্যস্ত হবে।

৩)উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ধ্রুয় মেহতা অবশ্য যুক্তি দেখান যে দিল্লি মেট্রো, রেল কর্পোরেশন (উপরে)-এর রায়টি নিজেই দেখার প্রয়োজন। তাঁর মতে, যদি ধারা ২৪-এর বিধানটি ধারা ২৪ (১) (খ) নয়, ধারা ২৪ (২) পরিচালনা করে, তবে অবসানের একটি মূল্যবান অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে এবং বিভিন্ন অসঙ্গতি ও অসঙ্গতিও অনুসরণ করা হবে। ডিডিএ-র পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অমরেন্দ্র শরণের মতে, এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়কে বিঘ্নিত করা উচিত নয় কারণ এটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং আইনটিকে বিস্তারিতভাবে স্থাপন করেছে।

৪) বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা উত্থাপিত বিতর্কে প্রবেশ করার আগে, ধারা ২৪-এর সেটিং, অন্যান্য কিছু বিধানের সাথে, প্রথমে অবশ্যই দেখতে হবে। ধারা ২৪ ২০১৩ সালের আইনের একটি অংশ হিসাবে দেখা যায়। এই আইনটি ২০১৩ সালের আইনের ১১৪ ধারা দ্বারা জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ ["১৮৯৪ এট"] বাতিল করে, যা নিম্নরূপঃ

"১১৪)প্রত্যাহার এবং সঞ্চয়-(১) জমি অধিগ্রহণ (১৮৯৪-এর ১) এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে

১)দেখুন ইরা (ডঃ মঞ্জুলা ক্রিপেনডর্ফের মাধ্যমে) বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং আরেকজন., (২০১৭) ১১৫ এইচ অনুচ্ছেদে ১৫ এস. সি. সি ১৩৩

(২) এই আইনে অন্যথায় বিধান করা ব্যতীত, উপ-ধারা (১) এর অধীনে বাতিলকরণ বাতিলকরণের প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭ (১৮৯৭ এর ১০) এর ধারা ৬ এর সাধারণ প্রয়োগকে কুসংস্কার বা প্রভাবিত করবে না।

৫)উদ্দেশ্য ও কারণের একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, কিছু নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে ১৮৯৪ সালের আইনটি অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাই, একটি আপ-টু-ডেট পরিমাপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন। উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতির ১৮ অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক, এবং নিম্নরূপ পড়েঃ

""বস্তু ও কারণের বিবৃতি-

১৮)নতুন আইনের আওতায় জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর অধীনে জমি অধিগ্রহণের সমস্ত ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যাবে যেখানে পুরস্কার দেওয়া হয়নি বা জমির দখল নেওয়া হয়নি।

"৬)আইনের প্রস্তাবনাটিও গুরুত্বপূর্ণ এবং নিম্নরূপঃ

"সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং গ্রাম সভাগুলির সাথে পরামর্শ করে, শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য মানবিক, অংশগ্রহণমূলক, অবহিত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য একটি আইন, জমির মালিকদের এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের জন্য ন্যূনতম ঝামেলা সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং নগরায়নের উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ন্যায্য ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বা অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বা এই অধিগ্রহণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং এই জাতীয় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত বিধান তৈরি করে এবং বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের ক্রমবর্ধমান ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের অধিগ্রহণ-পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য উন্নয়নে অংশীদার হয়।"

আইনের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, জমি অধিগ্রহণের জন্য একটি মানবিক, অংশগ্রহণমূলক, অবহিত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া সময়ের অনুভূত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই জমির মালিকদের জন্য ন্যূনতম সম্ভাব্য ঝামেলা সহ হতে হবে। এই প্রেক্ষাপটেই আইনের ২৪ ধারা প্রণয়ন করা হয়েছে, ধারা ২৪ নিম্নরূপঃ"

(১) ১৮৯৪ সালের ১ নং আইনের অধীনে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া কিছু ক্ষেত্রে বাতিল বলে গণ্য হবে—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন (১৮৯৪ সালের ১) এর অধীনে শুরু হওয়া ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে—

(ক) যেখানে উক্ত জমি অধিগ্রহণ আইনের ১১ ধারার অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়নি, সেখানে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সম্পর্কিত এই আইনের সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে; অথবা

(খ) যেখানে উক্ত ধারা ১১-এর অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে উক্ত জমি অধিগ্রহণ আইনের বিধানের অধীনে এই ধরনের কার্যক্রম এমনভাবে চলতে থাকবে, যেন উক্ত আইনটি বাতিল করা হয়নি।

(২) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর অধীনে শুরু হওয়া জমি অধিগ্রহণের কার্যধারার ক্ষেত্রে, যেখানে এই আইনটি চালু হওয়ার পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে উক্ত ধারা ১১-এর অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, সেখানে উক্ত কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে এবং উপযুক্ত সরকার, যদি চায়, এই আইনের বিধান অনুসারে নতুন করে জমি অধিগ্রহণের কার্যধারা শুরু করবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং 'সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ জমির জন্য ক্ষতিপূরণ জমা করা হয়নি, সেখানে উক্ত জমি অধিগ্রহণ আইনের ৪ ধারার অধীনে অধিগ্রহণের জন্য প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সমস্ত সুবিধাভোগী' এই আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ 'পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৭) লক্ষ্য করা যায় যে, ধারা ২৪(১) একটি অ-জড়িত ধারা দিয়ে শুরু হয়, যার ধারণা হলো, ২০১৩ সালের আইনের ১১৪ ধারা দ্বারা ১৮৯৪ সালের আইনটি বাতিল করা হলেও, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, বাতিলকৃত আইনের বিধান অনুসারে নয়, বরং ২০১৩ সালের আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, ডিডিএ বনাম সুখবীর সিং, (২০১৬) ১৬ এসসিসি ২৫৮ মামলায়, এই আদালত, ধারা ২৪ নির্ধারণ করার পর, তাতে থাকা বিধিবদ্ধ পরিকল্পনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন:

১১) ধারা ২৪(১) একটি অদম্য ধারা দিয়ে শুরু হয় এবং সেইসব পরিস্থিতির আওতায় আসে যেখানে

ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়নি, যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সম্পর্কিত ২০১৩ সালের আইনের অধিকতর সুবিধাজনক বিধান প্রযোজ্য হবে, অথবা যেখানে ধারা ১১ এর অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের বিধান অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে যেন উক্ত আইনটি বাতিল করা হয়নি।

১২) ধারা ২৪ (১) (খ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ধারা ২৪ (২) দ্বারা খোদাই করা হয়েছে। ধারা ২৪ (২)-এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ-

(ক) ধারা ২৪ (২) উপ-ধারা (১) কে ক্ষতির বাইরে রেখে একটি অ-বাধা ধারা দিয়ে শুরু হয়;

(খ) এর প্রয়োগের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত ছিল;

(গ) এছাড়াও, ১১ ধারার অধীনে একটি রায় ২০১৩ সালের আইন শুরুর আগে ৫ বছর বা তার বেশি করা উচিত ছিল;

(ঘ) জমির প্রকৃত দখল, যদি না নেওয়া হয়, বা ক্ষতিপূরণ, যদি না দেওয়া হয়, জমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে শুরু হওয়া জমি অধিগ্রহণের কার্যধারার জন্য মারাত্মক;

(ঙ) এই বলে প্রাণহানির ঘোষণা করা হয় যে উক্ত কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে এবং উপযুক্ত সরকার যদি চায় তবে সাপ ও সিঁড়ির এই খেলায় আবার শুরু করবে।

১৩)ধারা ২৪ (২) পড়ার পর যে চিত্র উঠে আসে তা হল, কোনও নাগরিকের কাছ থেকে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কোনও দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেই, যদি কোনও রায় দেওয়া হয় এবং পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া না হয়। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে জমির প্রকৃত দখল নেওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান। আইনসভা কার্যনির্বাহীকে যা বলবে তা হল, রায় ঘোষণার পরে তাদের বাড়িটি সাজানো উচিত ছিল এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত ছিল।পাঁচ বছরের ছাড় দেওয়ার পরেও তা না করলে তা আইনানুগ সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করবে, যার পরে পুরো কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে রায় ঘোষণার পাঁচ বছরের মধ্যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ না হলে বিভাগটি আকৃষ্ট হয়।

এটি হতে পারে কারণ জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি অথবা পাঁচ বছরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। "বা" হিসাবে পড়া উচিত "এবং" অবশ্যই দুটি কারণে প্রত্যাখ্যান করা উচিত "এই প্রভাবের একটি ক্ষীণ জমা দেওয়া। উপ-ধারার সরল স্বাভাবিক অর্থ আইনসভা দ্বারা পরামর্শ দেওয়া ভাষা প্রতিস্থাপন করার জন্য আমাদের জন্য কোনও অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে না।দ্বিতীয়ত, এই আইনের এবং বিশেষ করে ২৪ ধারার উদ্দেশ্য হল যে, যদি পাঁচ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে এই সময়ের মধ্যে দখল নেওয়া উচিত ছিল, অন্যথায় সংবিধিবদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, নাগরিকের নিজের সম্পত্তি ধরে রাখার অধিকার এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এটি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য এতটাই বিঘ্নিত হয় যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি বাতিল হয়ে যায়। বিকল্পভাবে, যদি এই সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা হয়, তবে এটি সংবিধিবদ্ধভাবে অনুমান করা হয় যে উপরোক্ত ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় যাতে এই ধরনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ থেকে মুক্ত করা যায়।

৮) দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের (উপরে) এই আদালতের রায়ে, ধারা ২৪ নির্ধারণের পরে, পাওয়া গেছেঃ

২৩)ধারা ২৪-এর উপ-ধারা (২)-এ অন্তর্ভুক্ত একটি অ-বাধা ধারা দ্বারা একটি ব্যতিক্রমও খোদাই করা হয়েছে; এটি "উপ-ধারা (১)-এ যা কিছু থাকা সত্ত্বেও" দিয়ে শুরু হয়। সুতরাং, এটি "ধারা ২৪ (১)-এর বিধানগুলিকেও বাতিল করে দেবে। ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে শুরু হওয়া জমি অধিগ্রহণের কার্যধারার ক্ষেত্রে, যেখানে ২০১৩ সালের আইন শুরু হওয়ার আগে ৫ বছর বা তার বেশি সময়ের মধ্যে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যদি প্রকৃত দখল নেওয়া না হয় বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হয়, তবে উক্ত কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে।উপ-ধারা (২)-এর বিধানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যখন পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে এবং সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ জমা করা হয়নি, তখন অধিগ্রহণ বাতিল হবে না। তবে, সমস্ত সুবিধাভোগী ২০১৩ সালের আইনের অধীনে বর্ধিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই বিধানটি অবশ্যই ধারা ২৪-এর উপ-ধারা (২)-এর অংশ হতে হবে।আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে এটি ধারা ২৪ (২)-এর বিধান হিসাবে প্রণীত হয়েছে, এবং অন্যথায় যদি এটি ধারা ২৪ (১) (খ)-এর বিধান হিসাবে পড়া হয়, তবে এটি উক্ত বিধানের সাথে অসঙ্গতি তৈরি করবে এবং ধারা ২৪ (১) (খ)-এর বিধান এবং ধারা ২৪ (২)-এর বিধান একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এটি একটি সাধারণ আইন যে, যে ব্যাখ্যা অসঙ্গতি বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তা এড়িয়ে চলতে হবে এবং শর্তটি প্রণীত ধারা ২৪(২) এর অংশ হতে হবে। এর নির্মাণের মৌলিক নিয়ম অনুসারে, বিধানগুলিতে কোনও বিপরীত উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না যাতে এটিকে ধারা ২৪ (২)-এর অংশ হিসাবে না পড়া যায়।ধারা ২৪ (১) (খ)-এ বলা হয়েছে, যদি ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে পুরস্কার পাস করা হয়, তবে উক্ত আইনের কার্যধারা এমনভাবে অব্যাহত থাকবে যেন এটি প্রতিস্থাপন করা হয়নি, যেখানে ধারা ২৪ (২)-এ বলা হয়েছে যে, ২০১৩ সালের আইন শুরুর আগে ৫ বছর বা তার বেশি সময় ধরে পুরস্কার পাস করা হলে এবং দখল নেওয়া না হলে বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হলে এবং শর্তাবলী অনুসারে জমির মালিকদের অ্যাকাউন্টে বেশিরভাগ জমির ক্ষতিপূরণ জমা করা হয়নি।২০১৩ সালের আইন চালু হওয়ার কয়েক দিন আগে যদি পুরষ্কার দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ জমা দিতে সময় লাগবে, এই কারণেই আইনসভা পুরষ্কার পাসের সময়-ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে পরিণতির পার্থক্য করেছে কারণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নেওয়া হবে যা ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে বাধ্য।

২৭) পুনরাবৃত্তির মূল্যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, ২৪ (১) এবং ২৪ (২) ধারার একযোগে এবং সমভাবে পাঠ করলে এটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেগুলি দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে। ২৪ (১) (খ) ধারা দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ করে যে, যদি ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে পুরস্কারটি পাস করা হয়, তবে সমস্ত কার্যধারা এমনভাবে অব্যাহত থাকবে যেন ১৮৯৪ সালের আইনটি বাতিল করা হয়নি। ধারা ২৪ (১) (ক) ২০১৩ সালের আইনের বিধানকে কেবল তখনই প্রযোজ্য করে যেখানে পুরস্কারটি পাস করা হয়নি।অন্য কথায়, এটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে যখন কোনও পুরষ্কার পাস করা হয়েছে, তখন স্পষ্টতই ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে আরও কার্যধারা গ্রহণ করতে হবে, সেই পরিমাণে উক্ত আইনের অধীনে কার্যধারা সংরক্ষণ করা হয় এবং ২০১৩ সালের আইন প্রয়োগ করা হবে না। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, ধারা ২৪ (২), এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষেত্রে ব্যতীত নতুন করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার কোনও প্রয়োজন নেই।

২৯) আমরা ইতিমধ্যেই রায়ের একটি ধারার উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেছি যে, কোনও বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি শর্তাবলীকে বিশেষভাবে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে মূল বিধানের আওতায় থাকা ক্ষেত্রটি সক্রিয় করা যায়।এই শর্তটি কেবলমাত্র মূল বিধানের ব্যতিক্রম যার জন্য এটি প্রণীত হয়েছে, অন্য কোনওটি নয়।

এই বিধানটি এমন একটি পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যা মূল আইন থেকে কিছু সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রদান করে, যা শর্তের অভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেত না।

৩০) ধারা ২৪ (২)-এ সংযুক্ত শর্তাবলী ইঙ্গিত করে যে এটি এমন একটি পরিস্থিতির জন্য ব্যতিক্রম তৈরি করে যেখানে জমি অধিগ্রহণের কার্যধারা বাতিল বলে মনে করা হবে না। সুতরাং, শর্তাবলীর প্রয়োগযোগ্যতার জন্য, একটি মামলা ধারা ২৪ (২) দ্বারা আচ্ছাদিত হতে হবে অর্থাৎ ২০১৩ সালের আইন প্রয়োগের পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে রায় দেওয়া হয়েছে।

৩১) ধারা ২৪ (২)-এর বিধানে এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে যেখানে জমি মালিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে জমা না করা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জমির মালিকদের অর্থ প্রদান করা হয়, যার অর্থ এই যে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ জমির জন্য অর্থ জমা করা হয় তা এই বিধান দ্বারা সাশ্রয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিধানটি সেই জমির মালিকদেরও সুবিধা প্রদান করে যারা ১৮৯৪ সালের আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এইভাবে সমস্ত জমির মালিকরা ২০১৩ সালের আইনের অধীনে উচ্চতর এবং উদার ক্ষতিপূরণের সুবিধা পাবেন। এই পরিস্থিতি এমন যেখানে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি বাতিল হবে না এবং সংরক্ষণ করা হবে।এই শর্তাবলীর উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য হল, সমস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ গণনার সুবিধা প্রদান করা এবং জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাঁচানো। অতএব, এটা স্পষ্ট যে এই শর্তাবলী যথাযথভাবে ২৪ ধারার উপ-ধারা (২)-এর বিধান হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ২০১৩ সালের আইনের ২৪ (১) (খ) ধারার বিধান হিসাবে পড়া যাবে না।

৩৪) এই আদালত বিশেষভাবে ডি. ডি. এ বনাম সুখবীর সিং [ডি. ডি. এ বনাম সুখবীর সিং, (২০১৬) ১৬ এস. সি. সি ২৫৮: (২০১৭) ৫ এস. সি. সি (সি. আই. ভি) ৭৭৯]-এ রায় দিয়েছে যে, ধারা ২৪ (২)-এর উদ্দেশ্য হল রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া যদি তারা রায় পাসের পাঁচ বছর পরেও "দরপত্র দিতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে দেরি করে", বিশেষ করে এই আদালত রায় দিয়েছে যে ধারা ২৪ (২) ধারা ২৪ (১) (খ)-এর ব্যতিক্রম এবং ধারা ২৪ (২) প্রয়োগের জন্য, ধারা ১১-এর অধীনে রায়টি ২০১৩ সালের আইন শুরু হওয়ার পাঁচ বছর বা তারও বেশি আগে করা উচিত ছিল।

৩৫) কিছু জমির মালিকের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অনিল গোয়েল শেষে অনুরোধ করেছিলেন যে, যেহেতু সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে বেশিরভাগ হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে পরিমাণ জমা করা হয়নি, তাই অধিগ্রহণের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমরা ধরে নিয়েছি যে ২৪ (২) ধারার বিধানটি তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেখানে ৫ বছর আগে পুরষ্কারটি পাস করা হয়েছিল সেখানেও এটি প্রযোজ্য। যে ক্ষেত্রে ৫ বছরের মধ্যে পুরষ্কারটি পাস করা হয়েছে, সেখানে ধারা ২৪ (২) এর উক্ত বিধানটি প্রযোজ্য বলে বলা যায় না। প্রবিধানের ভিত্তিতে জমা দেওয়া জমাটিকে টেকসই বলা যায় না।

৯) প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় যে, ধারা ২৪(১) এবং (২) বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ধারা ২৪(১) ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, অন্যদিকে ধারা ২৪(২) অধিগ্রহণের বিলম্ব সম্পর্কে আলোচনা করে। ধারার শর্তাবলী কেন প্রকৃতপক্ষে ধারা ২৪(১)(খ) এর শর্তাবলী, ধারা ২৪(২) এর শর্তাবলী নয়, তার অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

১০) প্রথমত, ধারা ২৪(১) এর পরিকল্পনা হল ২০১৩ সালের আইনের অধীনে বর্ধিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, এমনকি সেইসব ক্ষেত্রেও যেখানে বাতিলকৃত আইন, অর্থাৎ ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে ধারা ৪ এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, কিন্তু ২০১৩ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পর ০১.০১.২০১৪ তারিখে কোনও রায় ঘোষণা করা হয়নি। ধারা ২৪(১)(ক) এর পাঠ থেকে এটি স্পষ্ট। ধারা ২৪(১)(খ) এরপর বলে যে, যেখানে ১.০১.২০১৪ সালের আগে বাতিলকৃত আইনের অধীনে কোনও রায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে ক্ষতিপূরণ এবং বাতিলকৃত আইনের অন্যান্য সমস্ত বিধান এই ধরনের রায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর বিপরীতে, শর্তাবলীতে একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, এমনকি যেখানে 'বেশিরভাগ জমির ক্ষতিপূরণ' সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি, সেখানেও ধারা ৪ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল সুবিধাভোগী ২০১৩ আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। সুতরাং, শর্তাবলীটি ধারা ২৪(১)(খ) এর ব্যতিক্রম, যেখানে ধারা ৪ বিজ্ঞপ্তিতে এমন অনেক জমির মালিকানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার বেশিরভাগেরই ক্ষতিপূরণ এখনও জমা হয়নি, যা স্পষ্ট করে যে, ২০১৩ আইনের অধিকতর সুবিধাজনক বিধানগুলি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সুতরাং, শর্তাবলী এবং আইনের ধারা ২৪(১)(খ) এর মধ্যে কোনও অসঙ্গতি বা বিরোধিতা নেই।

১১) অন্যদিকে, যদি শর্তাবলীটি ধারা ২৪(২) এর শর্তাবলী হিসাবে পড়া হয়, তাহলে অনেক অসঙ্গতি দেখা দেয়। প্রথমত, দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (উপরে) তে সঠিকভাবে ধরা হয়েছে, ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) প্রয়োগের জন্য,

(i) ১৮৯৪ সালের আইনের ধারা ১১ এর অধীনে রায়টি আইন প্রবর্তনের পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে দেওয়া উচিত ছিল; এবং(ii) জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এমন একটি মামলা নিন যেখানে রায়টি ০১.০১.২০১৪ এর ছয় বছর আগে দেওয়া হয়েছে, এবং জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি। অধিগ্রহণটি এমন পরিস্থিতিতে বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। যদি ধারা ২৪ (২)-এর ক্ষেত্রে শর্তটি প্রয়োগ করা হয়, তবে শারীরিক দখল নেওয়া না হওয়া সত্ত্বেও, দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনে (উপরে) অনুষ্ঠিত কোনও বিলম্ব হবে না।এটি এই আদালতের বেশ কয়েকটি রায়ের মুখে পড়বে যেখানে বলা হয়েছে যে মূল আইনে অন্তর্ভুক্ত মূল বিধানটিকে বাতিল বা শূন্য করার জন্য কোনও বিধান ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং, দ্বারকা প্রসাদ বনাম দ্বারকা দাস সরাফ, (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি ১২৮-এ, এই আদালত স্থির করেছেঃ

১৮) আইনজীবীর কাছে আমরা ন্যায্যতার সাথে উল্লেখ করতে পারি যে, অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে, নিম্নলিখিতগুলি, আইনে প্রবিধানের ব্যবহার সম্পর্কিত বারে উদ্ধৃত করা হয়েছিল: সি.আই.টি বনাম ইন্দো-মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, [এ.আই.আর.১৯৫৯ এস.সি. ৭১৩: ১৯৫৯ সম্পূরক (২) এস.সি.আর. ২৫৬, ২৬৬: (১৯৫৯) ৩৬ আই.টি.আর.১]; রাম নারায়ণ সন্স লিমিটেড. বনাম সহকারী সিএসটি [এ.আই.আর.১৯৫৫ এস.সি. ৭৬৫: (১৯৫৫) ২ এসসিআর ৪৮৩, ৪৯৩ : (১৯৫৫) ৬ এসটিসি ৬২৭]; থম্পসন বনাম ডিবডিন [(১৯১২) এসি ৫৩৩, ৫৪১ : ৮১ এলজেকেবি ৯১৮ : ২৮ টিএলআর ৪৯০]; রেক্স বনাম ডিবদিন [১৯১০ প্রো ডিভ ৫৭, ১১৯, ১২৫] এবং তহসিলদার সিং বনাম ইউ.পি. রাজ্য। [এআইআর ১৯৫৯ এসসি ১০১২: ১৯৫৯ সাপ্লাই (২) এসসিআর ৮৭৫, ৮৯৩: ১৯৫৯ সিআরআই এলজে ১২৩১]। আইনটি তুচ্ছ। একটি শর্তাবলী অবশ্যই প্রণয়নকারী ধারার বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এটি একটি স্থির নিয়ম যে একটি শর্তাবলী প্রথম দৃষ্টিতে যে মূল বিষয়টির সাথে এটি একটি শর্তাবলী, তার সাথে সম্পর্কিতভাবে পড়তে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে। এটি একটি পৃথক বা স্বাধীন আইন নয়। "শব্দগুলি সেই মূল আইনীকরণকারী শব্দের উপর নির্ভরশীল যার সাথে সেগুলিকে প্রণয়নকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। এগুলিকে তাদের প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে পড়া যাবে না" (থম্পসনভ। ডিবদিন, ১৯১২ এসি ৫৩৩)। যদি নির্মাণের নিয়মটি প্রাথমিকভাবে এই হয় যে, একটি শর্তাবলী আইন প্রণয়নকারী ধারার বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, তাহলে আমরা যে অবস্থান নিয়েছি তা যুক্তিসঙ্গত। শর্তাবলী দ্বারা স্ফীত করে আইন প্রণয়নকারী ধারাটিকে প্রসারিত করা, নির্মাণের মৌলিক নিয়মের পরিপন্থী যে, একটি শর্তাবলী অবশ্যই মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিবেচনা করা উচিত যার সাথে এটি একটি শর্তাবলী হিসাবে দাঁড়িয়েছে। একটি শর্ত সাধারণত একটি শর্ত মাত্র, যদিও সুবর্ণ নিয়ম হল শর্ত সহ পুরো অংশটি এমনভাবে পড়া যাতে তারা পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর আলোকপাত করে এবং একটি সুরেলা গঠন তৈরি করে।

"সঠিক পদ্ধতিটি হল নির্মাণের বিস্তৃত সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা যা হল একটি বিভাগ বা আইনকে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে বোঝাতে হবে, প্রয়োজন হলে প্রতিটি অংশ বাকি অংশে আলো নিক্ষেপ করবে।

নিঃসন্দেহে প্রকৃত নীতিটি হল, আইন প্রণয়নকারী ধারা, সঞ্চয় ধারা এবং বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধির সঠিক ব্যাখ্যা এবং অর্থ, যা নেওয়া হয়েছে এবং একসাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা প্রাধান্য পাবে। (ম্যাক্সওয়েল অন ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাচুটস, ১০ম সংস্করণ, পৃ. ১৬২) "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এস. সুন্দরম পিল্লাই বনাম ভি. আর. পট্টাবিরামন, (১৯৮৫) ১ এস. সি. সি ৫৯১-এ আদেশ করা হয়েছেঃ

২৭)পরবর্তী যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় তা হল, কোনও বিধানের পরিধি কী এবং কোনও বিধানের বা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের ব্যাখ্যার পরিধি কী। আমরা প্রথমে একটি বিধানের প্রকৃতি, পরিধি এবং ব্যাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলব। একটি বিধানের ব্যাখ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হল, যে কোনও বিধানের তিনটি পৃথক কাজ থাকতে পারে। সাধারণত, একটি বিধানকে মূল আইনের মধ্যে থাকা কোনও কিছুর ব্যতিক্রম হিসাবে বোঝানো হয় বা তাতে প্রণীত কোনও কিছুর যোগ্যতা অর্জনের জন্য বোঝানো হয় যা কিন্তু বিধানের জন্য আইনের আওতায় থাকবে।অন্য কথায়, একটি বিধানকে মূল 'আইন' থেকে আলাদা করা যাবে না বা মূল আইনের আসল উদ্দেশ্যকে বাতিল বা শূন্য করার জন্য এটি ব্যবহার করা যাবে না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

একইভাবে, জে.কে. ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম চিফ ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ এবং বয়লারস, (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি. ৬৬৫-এ এই আদালত খুঁজে পেয়েছেঃ

৩৩) একটি সংবিধির কোনও বিধানের বেশ কয়েকটি কাজ রয়েছে এবং সংবিধির কোনও বিধানকে ব্যাখ্যা করার সময় আদালতকে সেই বিধানের সাথে সংযুক্ত বিধানের আসল উদ্দেশ্যটি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে এবং খুঁজে বের করতে হবে। এটি কোনও বিধানের ব্যাখ্যার যথাযথ নিয়ম নয় যে আইন প্রণয়নকারী অংশ বা ধারার মূল অংশটি প্রথমে বিধানটির উল্লেখ ছাড়াই বোঝানো হবে এবং যদি এটি দ্ব্যর্থহীন বলে প্রমাণিত হয় তবেই আমাদের সামনে বর্ণিত বিধানটি পরীক্ষা করতে হবে।

অন্যদিকে, ব্যাখ্যার একটি স্বীকৃত নিয়ম হল যে একটি ধারা এবং তার শর্তাবলীকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে হবে, প্রতিটি অংশ প্রয়োজনে বাকি অংশগুলিকে আলোকিত করবে। একটি শর্তাবলী সাধারণত সাধারণ আইন থেকে বিশেষ ঘটনাগুলি বাদ দেওয়ার জন্য এবং তাদের জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩৪) একটি শর্তাবলী একটি ব্যতিক্রম প্রদান করে এবং মূল বিধান থেকে একটি অংশ সরিয়ে প্রধান আইনের সাধারণতাকে যোগ্য করে তোলে, যা, তবে শর্তাবলীর জন্য মূল বিধানের একটি অংশ হবে। অতএব, একটি শর্তাবলী অবশ্যই মূল বিষয়ের সাথে বিবেচনা করা উচিত যার সাথে এটি একটি শর্ত হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটি শর্তাবলীকে এমনভাবে পড়া উচিত নয় যেন এটি মূল বিধানের সাথে যোগ করে কিছু প্রদান করে যা মূল বিধানের জন্য বিদেশী।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এটি সম্ভবত অধিগ্রহণ বাতিল করার বিধানের অনিচ্ছাকৃত ফলাফল হতে পারে না যেখানে বিধানের বিষয় বস্তুটি জমির প্রকৃত দখলের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত নয় তবে কেবল ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার সাথে সম্পর্কিত।

১২) দ্বিতীয়ত, যদি ধারা ২৪ (২)-এর বিধান হিসাবে পড়া হয়, তবে স্বেচ্ছাচারী ফলাফল পাওয়া যাবে, যা এই বিধানটিকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলবে এবং তাই ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে বাতিল হতে পারে। ধারা ৪-এর প্রজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একক মালিকের জমির একটি অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধারা ২৪-এর উপ-ধারা (২)-এর শর্ত পূরণ হলে অধিগ্রহণ বাতিল হয়ে যাবে।যাইহোক, পার্শ্ববর্তী জমির ক্ষেত্রে, যা একই মালিকের মালিকানাধীন জমি, যা 'একক ধারা ৪ প্রজ্ঞাপনের অধীনে অধিগ্রহণ করা কুড়িটি জমির মধ্যে একটি, যদি বেশিরভাগ জমির মালিকানা সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ জমা না করা হয়, তবে এই ধরনের অধিগ্রহণ বাতিল হবে না, তবে ২০১৩ সালের আইনের অধীনে কেবল উচ্চতর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। স্পষ্টতই, কোনও নির্দিষ্ট জমির মালিকের অধিগ্রহণের মেয়াদ শেষ হওয়া কোনও আকস্মিকতার উপর নির্ভর করতে পারে না যে তার জমি একা অধিগ্রহণ করা হয়েছে বা অন্য ব্যক্তির জমির সাথে একত্রে অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

১৩) তৃতীয়ত, বিপরীত মামলাটি নিন যেখানে একই ধারা ৪ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আচ্ছাদিত বিপুল সংখ্যক জমির বিষয়ে একটি রায় দেওয়া হয়েছে এবং বেশিরভাগ জমির মালিকানা সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ জমা করা হয়েছে। তাহলে কি এটি বলা যেতে পারে যে এই জাতীয় ক্ষেত্রে, বাতিল হয়ে যাবে কারণ এই জাতীয় ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য হবে না? স্পষ্টতই, তাই, বেশিরভাগ জমির মালিকানাধীন জমির ক্ষতিপূরণ

জমা হয়েছে কি হয়নি তা সম্পূর্ণ স্বাধীন বিধান, অর্থাৎ ধারা ২৪(২) এর অধীনে ল্যাপসিং হয় কি হয় না তার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না।

১৪)চতুর্থত, বিধানের ভাষাটি স্পষ্ট করে দেয় যে এটি দুটি কারণে ধারা ২৪ (২)-এ কথিত রায়কে বোঝায় না। প্রথমত, বিধানে "একটি রায় দেওয়া হয়েছে" অভিব্যক্তিটি "এই ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে"-এর সমতুল্য হতে পারে না। এছাড়াও, "এই আইনটি শুরু হওয়ার পাঁচ বছর বা তার বেশি আগে" "একটি রায়" শব্দগুলি প্রবিধানটিতে তাদের অনুপস্থিতির কারণে সুস্পষ্ট। এই শব্দগুলি পড়া, যখন আইনসভা সেগুলি যুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তা বিধানের আক্ষরিক ভাষা এবং সরল অর্থের প্রতি সহিংসতা ঘটাবে।যাইহোক, যদি ধারা ২৪ (১) (খ)-এর বিধান হিসাবে শ্রভিজোকে পড়া হয়, তবে এটি ২০১৩ সালের আইন শুরুর পাঁচ বছরের মধ্যে বা তারও বেশি সময় আগে ধারা ১১-এর অধীনে প্রদত্ত সমস্ত রায়ের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, যেমনটি এখানে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫)আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমরা একটি উপকারী আইন নিয়ে কাজ করছি। যে প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০১৩ সালের সাধারণ আইন এবং সেইসাথে ২৪ নং ধারা দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাওয়া উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে জমি অধিগ্রহণ মানবিক পদ্ধতিতে করা হবে, জমির মালিকদের ন্যূনতম ঝামেলা সহ, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য। প্রস্তাবনার আলোকে দেখা গেলে, এই আইনটি, একটি উপকারী আইন হওয়ায়, এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যা এর উদ্দেশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় [দেখুন ইরা (ডঃ মঞ্জুলা ক্রিপেনডর্ফের মাধ্যমে) বনাম রাজ্য (দিল্লির এন.সি.টি.) এবং আরেকজন (২০১৭) ১৫ এসসিসি ১৩৩ অনুচ্ছেদ ১০৬, ১২৮, ১২৯, এবং ১৩১]। অতএব, এই ধারণার উপর যে দুটি মতামত সম্ভব, আইন দ্বারা অর্জনের জন্য চাওয়া উপকারী উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই পছন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

১৬) আমরা আরও যোগ করতে পারি যে শ্রী বালাজি নগর আবাসিক সমিতি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য, (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৩৫৩, নিম্নরূপ ছিলঃ

১৩)তামিলনাড়ু রাজ্যের এ. এ. জি. শ্রী সুব্রামোনিয়াম প্রসাদ ক্ষীণভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এই বিধানটি রাজ্যের উদ্ধারের জন্য আসতে পারে এবং কার্যধারাকে ব্যর্থতা থেকে বাঁচাতে পারে যদি এটি ধরে নেওয়া হয় যে যেহেতু কেবলমাত্র কয়েকটি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কোনও রায় দেওয়া হয়েছিল, তাই সমস্ত সুবিধাভোগী এখন ২০১৩ সালের আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন। জমির ভৌত দখল নেওয়া হলে এই বিরোধটি আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেত,

কিন্তু যেহেতু তা করা হয়নি, তাই কেবল ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত শর্ত রাষ্ট্রের কোনও উপকারে আসতে পারে না। অতএব, আমাদের এই বিধানটির প্রভাব এবং প্রভাব সম্পর্কে আরও গভীরভাবে যাওয়ার প্রয়োজন নেই যা প্রাথমিকভাবে সমস্ত জমির মালিকদের সুবিধার জন্য বলে মনে হয়, এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে কার্যধারা শেষ না হওয়ার কারণে পুরষ্কারটি বহাল রয়েছে এবং বেশিরভাগ জমির ক্ষতিপূরণ সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি।ধারা ২৪ (২)-এ ব্যবহৃত শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ করার জন্য শর্তাবলীর ভাষায় এমন কিছু নেই যা বাধ্যতামূলক করে যে যদি পুরষ্কারটি পাঁচ বছর বা পাঁচ বছরের বেশি পুরানো হয় তবে জমির প্রকৃত দখল নেওয়া হয়নি বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি তবে কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। আইনটি খুবই সাধারণ যে, যখন মূল আইনটি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয়, তখন কোনও শর্তাবলীর কোনও প্রভাব থাকতে পারে না যাতে মূল আইন থেকে স্পষ্টভাবে যা স্পষ্টভাবে এর স্পষ্ট শর্তাবলীর মধ্যে পড়ে তা বাদ দেওয়া যায়, যেমনটি মাদ্রাজ এবং সাউদার্ন মহারাত্তা রেলওয়ে কোং লিমিটেড বনাম বেজওয়াদা পৌরসভায় প্রিভি কাউন্সিল[(১৯৪৩-৪৪) ৭১ আইএ ১১৩: (১৯৪৪) ৫৭ এলডব্লিউ ৪২২: এআইআর ১৯৪৪ পিসি ৭১] এবং এই আদালত কর্তৃক সি.আই.টি.বনাম ইন্দো মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড [এ.আই.আর. ১৯৫৯ এসসি ৭১৩] মামলায় স্থির করেছে।

১৫)উপরে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, যদিও অধিগ্রহণের অধীনে থাকা বেশিরভাগ জমির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে, তবুও, এই আপিলগুলিতে বিবেচনাধীন আপিলকারীদের জমির ভৌত দখল রাষ্ট্র বা তার পক্ষ থেকে অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়নি এবং ২০১৩ সালের ৩০-১১-২০০৬ তারিখের রায় প্রদানের পর থেকে এবং ২০১৪ সালের ১-১-২৩ তারিখের আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই। অতএব, ২০১৩ সালের আইনের ২৪(২) ধারায় উল্লেখিত শর্তাবলী আপিলকারীদের এই আবেদন মঞ্জুর করার জন্য সন্তুষ্ট যে, ২০১৩ সালের আইনের ২৪(২) ধারা অনুসারে, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। আপিলগুলি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তামিলনাড়ু সরকার যদি ২০১৩ সালের আইনের বিধান অনুসারে নতুন করে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করতে চায়, তাহলে তারা স্বাধীন থাকবে। মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।"

ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম শৈলেন্দ্র, (২০১৮) ৩ এসসিসি ৪১২, ৫৫১ ["ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"] মামলায় তিনজন বিজ্ঞ বিচারকের রায়ের ফলে এই রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইন্দোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (উপরে) রায়টি ২২.০২.২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পাঁচজন বিজ্ঞ বিচারকের বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে।

১৭)এই সমস্ত কারণে, এই রায়টি যদি একই বেঞ্চে পাঠানো হয় যা ইন্দোর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (উপরে)-র নতুন করে শুনানি করছে, কারণ সেই মামলাটিও একই বিধানের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে, যেমন ২০১৩ সালের আইনের ধারা ২৪। এই সমস্ত কারণে, আমরা ভারতের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করছি যে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন বনাম তরুণ পাল সিং, (২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ১৬১-কে পুনর্বিবেচনার জন্য উপরোক্ত বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হোক।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে উল্লেখ করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal